আমার স্বর্গগতা ত্রয়োদশ বর্ষিয়া

বালিকা কন্যা

শ্রীমতী শকুন্তলা দাসীর

উদ্দেশে

এই

ক্ষুদ্র পুস্তক

অর্পিত হইল।

—

মৃত্যু তারিখ, সন ১৩১০ সাল, ২৭শে ফাল্গুন—বৃহস্পতিবার।

কলিকাতা,
১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন,
কালিকা-যন্ত্রে
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১

অভাগিনী জননীর স্নেহ উপহার,
লহ মাতা শকুন্তলা জননি আমার !
সংসারের সুখ যত, তোমাতে আছিল রত,
তুমি ফেলে চলে গেছো অমর ভবনে
তব স্মৃতি লয়ে আছি সংসার কাননে ॥

২

দেব-বালা, এসেছিলে দুদিনের তরে,
চলে গেলে স্বপ্নময়ি, স্বপ্নে খেলা ক'রে,
দিয়ে গেছ অশ্রুধার, তাহাই করিছি সার,
যত দিন থাকিব এ সংসার মাঝারে,
তোমা সনে বাঁধা রবো অশ্রুবারি-তারে ॥

৩

এ জীবনে তোমা ধনে তনয়া বলিতে,
একবার পেয়েছিনু ভারত-ভূমিতে !
এই স্মৃতি মনে করি, রহিব জীবন ধরি,
অভাগীর মন-মাঝে ইহাই সান্ত্বনা,
এসেছিল মম কাছে দেবি স্বর্গ-কন্যা ॥

৪

ফুরায়েছে সে স্বপন সে ঘুমের ঘোর ;
হয়ে গেছে দুখিনীর সুখ-নিশি ভোর ।
কবে আসি দয়া করে, মৃত্যু লবে দুঃখ হরে,
এই আশাপথ চেয়ে রয়েছি এখন,
কাল স্রোতে কতদিনে ডুবিবে জীবন ॥

৫

স্বর্গ-কন্যা স্বপ্নময়ী তুমি মা যেমন,
কনক নলিনী 'কালো' তোমারি মতন ।
দিই তাই নলিনীরে, তোমার পবিত্র করে,
অনাঘ্রাত দুটি কলি, তোরা দুটি বন,
নন্দন-কাননে ফুটে থাকিও দুজন ॥

বলে গেছ যাবে তুমি শিবের সদনে,
পূজিবারে কৃত্তিবাস কৈলাস ভবনে ।
তুমি মা রয়েছ যেথা, নলিনীরে লহ সেথা,
তব সম পবিত্র এ নলিনী-জীবন ।
ফুলরাণী তুমি মম আছিলা যেমন ॥

৭

বড় আদরের তুমি ছিলে মা আমার,
তা হতে আদর তোরে কেবা কয়ে আর।
সংসারের সার করে, রেখেছিনু হৃদে ধরে,
হৃদি হ'তে তুলে লয়ে ফেলেছি অনলে,
ভাগ্য-বৃক্ষে কর্ম্মফল আপনি যে ফলে॥

৮

জীব-লীলা-স্থলে মম ঘুচেছে সকল,
কেবল তোমার স্মৃতি জীবন সম্বল।
এই স্মৃতি বুকে লয়ে, যাব দুঃখ-সিন্ধু বয়ে
শিব-দাসি, ব'সে দেখ শিব-পদতলে!
অভাগী মায়ের দশা এ ভব মণ্ডলে॥

কনক ও নলিনী।

(১)

"নলিনীরে আয় ভাই, দেখ আর বেলা নাই,
এতক্ষণ এসেছেন পিতা যে কুটীরে।
যপমালা কুশাসন, আহ্নিকের আয়োজন,
করিনাই, দেখ ব'ন রবি রুক্ষশিরে॥
শুষ্কপত্র জড় ক'রে, রাখিয়াছি শয্যাতরে,
বাতাসেতে উড়ে বুঝি গিয়েছে সকল।
গেল বেলা একেবারে, চল ব'ন যাই ঘরে,
সারাদিন নদীতীরে বেড়াবে কেবল?"
ছোট ভগ্নী নলিনীরে, কনক ডাকিছে ধীরে,
আসিল নলিনীবালা কনকের কাছে।

এলোচুল মাথাভরা, ফুলমালা তাতে পরা,
গলাবেড়া বনফুল কেমন দুলিছে ॥
মধুর উজ্জ্বল ভাতি, দশন মুকুতাপাঁতি,
নবীনা নধরবালা যেন বনফুল।
হাসি হাসি মুখছাঁদ, যেন সুধামাখা ফাঁদ,
নবম বর্ষিয়া বালা রূপেতে অতুল ॥
কনক নলিনী দুটি, তাপসের ঘরে ফুটি,
বেড়াইত আলো ক'রে এই তপোবন।
তাপস তনয়া তারা সরলা সুধার ধারা,
মূর্ত্তিমতী বনদেবী মূরতি মোহন ॥
নাহি জানে মাতৃস্নেহ, পিতা বই নাই কেহ,
জানে শুধু পিতা আর তারা দুটি ব'ন।
সঙ্গিনী হরিণীগণ, নদী আর এ কানন,
ইহা ভিন্ন আছে কিছু ভাবেনি কখন ॥
কনক পড়েছে এবে, ত্রয়োদশ বর্ষ সবে,
হাসে,ভাসে,আসে আশে,পুনঃ ফিরে চায়।
হেনভাব যৌবনের, মনে ঘুরে কনকের,
ছুটে সে হরিণী সনে আবার দাঁড়ায় ॥

বেড়ায় আপন মনে, আকাশে নক্ষত্র গণে,
পাখীদের গান শুনে নদীতীরে বসি'।
গাছের আড়েতে গিয়ে, চাঁদ দেখে উঁকি দিয়ে,
ব'লে,—দেখ আমাদের দেখিতেছে শশী ॥
যৌবন আসিতে চায়, কিশোর সম্মুখে ধায়,
ছেলেখেলা দে'খে পুনঃ লাজেতে পালায়।
প্রজাপতি উড়ে যায়, কনক ধরিতে ধায়,
আবার দাঁড়ায় হে'রে ফুল সুষমায় ॥
ফুলেতে ভ্রমর বসে, দেখিয়ে কনক হাসে,
অলির পরশে ফুল ভাবে ঢল ঢল।
ভ্রমরের সাধাসাধি, ফুল যেন কত বাদি,
তা'দেখি কনকবালা হাসে খল-খল ॥
কুটীরের দ্বারে এসে, দেখে পিতা আছে ব'সে,
শিশির সহিত করে শাস্ত্র আলাপন।
ছুটিয়ে নলিনীবালা, ধরিয়ে পিতার গলা,
বলে,—'পিতা কুটীরেতে আসিলে কখন?'
হাসিয়ে তাপস কয়, 'এই কতক্ষণ হয়,
সবে মাত্র করিয়াছি সন্ধ্যা সমাপন।

বৃদ্ধ তাপসের তরে, কিছু আয়োজন ক'রে,
না রাখিয়ে কোথা বাছা ছিলি এতক্ষণ ?
দেখ সন্ধ্যা হয় হয়, এখনও কি বনে রয়,
শিশির করিয়ে দিল সব আয়োজন।'
কনক কহিছে ধীরে, খুঁজিতে যে নলিনীরে,
রবি অস্তাচলে পিতা, করিল গমন ॥
পাখীদের গান শোনা, আকাশের তারা গণা,
এতক্ষণে নলিনীর হলো সমাপন।
আমি খুঁজি বনে বনে, ছুটে ও হরিণী সনে,
বলি ব'ন ঘরে এস, না শুনে বচন ॥

---

(২)

একবিংশ বয়ক্রম শিশির এখন।
শান্ত ধীর সুপণ্ডিত মধুর বচন ॥
তীর্থ পর্য্যটন গিয়ে দ্বারকা ভুবন।
পাইয়ে অনাথ শিশু আনে তপোধন ॥

পিতা মাতা কেহ তার ছিলনা সংসারে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক পালিত তাহারে ॥
এবে তাপসের হাতে ক'রে সমর্পণ।
জীবনের পর পার করেছে গমন ॥
কুটীরে আনিয়ে তায় পিতার মতন।
যতনে তাপস তারে করেন পালন ॥
বড় বুদ্ধিমান সেই বালক শিশির।
শান্ত ধীর নম্র অতি সরল সুধীর ॥
শাস্ত্র আলাপনে হয় গুরুর সমান।
প্রাণ দিয়ে খুঁজে সদা তাঁহার কল্যাণ ॥
রূপ গুণ সমভাবে একসাথে রয়।
তাহাতে যৌবন আসি হইল উদয় ॥
ছেলে খেলা গেল সব দেখিয়ে যৌবন।
সদাই প্রফুল্ল প্রাণ উজ্জ্বল নয়ন ॥
কনক নলিনী সনে খেলে বনে বনে।
ফুল তুলে মালা গেঁথে সাজায় দুজনে ॥
ফুলের মুকুট দিয়া দুজনার শিরে।
হাত ধ'রে লয়ে যায় সরসীর তীরে ॥

বলে,—দেখ দুই ব'নে সেজেছে কেমন।
লক্ষ্মী সরস্বতী যেন আলো করে বন॥
জ্যোৎস্না রাত্রিতে ব'সে চাঁদের কিরণে।
বলে,—দেখ এক শশী রাজিছে গগনে॥
ভূতলেতে দুই শশী কাননে বেড়ায়।
পক্ষ অন্তে শশী উঠে গগনের গায়॥
দিনে দিনে কলা পূর্ণ হয় শশধর।
নলিনী কনক চাঁদ পূর্ণ নিরন্তর॥
সমভাবে দুই জনে সতত আদরে।
দ্বিধা কিছু নাহি মনে সরল অন্তরে॥
কিন্তু কনকের মন কখন কেমন।
কি যেন কিসের আশে হয় নিমগন॥
কি অভাব মনোমাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়।
এই বুঝি এই নয় কোথায় পলায়॥
ফুল প্রজাপতি খেলা দেখিয়া এখন
কনকের নাহি আর পূরে প্রাণমন॥
খেলিতে এখন আর হরিণীর সনে।
ধায়না কনকবালা দূরতর বনে॥

ফাঁকি দিয়া নলিনীরে খেলিতে পাঠায়।
আপনি একাকী সদা থাকিবারে চায়॥
অশোকের ডালে বসি কপোতকপোতী।
প্রেম-খেলা খেলে সদা আনন্দিত মতি॥
এক মনে শুনে বসি বিহঙ্গিনী-গান।
বুঝিবা হইতে সাধ তাদের সমান॥
কখন আকাশ পানে শূন্যভাবে চায়।
কি এক অভাব ঘুরে খুঁজিয়া না পায়॥
অস্তাচলে দিনদেব করিলে গমন।
কাতরে নলিনী মুদে কমল নয়ন॥
নদীর তীরেতে বসি কনক নেহারে।
'দিদিগো এসনা ঘরে' নলিনী ফুকারে॥
থাকিতে দণ্ডেক দিবা কনক তখন।
নলিনে ডাকিত ব'লে ঘরে এস ব'ন॥
এখন নলিনী খুঁজে কোথায় কনক।
সন্ধ্যা হয়ে গেল তবু না ভাঙ্গে চমক॥

---

(৩)

এইরূপে একদিন নদীতীরে বসি।
চাহিয়া নীল গগনে, আছে আপনার মনে,
নক্ষত্রের মালাপরা দেখিতেছে শশী॥

কতই ভাবনা আসি মনোমাঝে ঘুরে।
গোড়া নাহি খুঁজে পায়, এই আছে এই যায়,
কিছুতেই যেন আর প্রাণ নাহি পুরে॥

এখন বালিকাভাব সব নাহি যায়।
বালিকা যৌবন সনে, মেশামিশি দুইজনে,
তাই বুঝি মনোভাব খুঁজিয়া না পায়॥

সে দিন নলিনী আর নাহি পেয়ে বনে।
শিশিরে কহিল ভাই, দিদিরে না খুঁজে পাই,
কোথা বুঝি আছে ব'সে আপনার মনে॥

কি জানি কি হইয়াছে দিদির আমার।
সদা যেন অন্য মন, কিবা ভাবে কি কারণ,
বুঝিতে কিছুই আমি নাহি পারি আর॥

কহিছে নলিনী শিশিরের হাতে ধ'রে।
দেখ সন্ধ্যা যায় যায়, বকিবেন পিতা তায়,
ফলমূল আহরণ কিছু নাহি ঘরে॥

হাসিয়া চিবুক ধ'রে কহিছে শিশির।
ভাবিতে হবেনা আর, কার্য্য যেবা ছিল তার,
সমাপন করিয়াছি হয়োনা অধীর॥

অসুস্থ আছেন পিতা তুমি যাও ঘরে।
আমি দেখি নদীতীর, কিম্বা মালতী কুটীর,
হরিণীশাবক লয়ে যদি খেলা করে॥

হেথা সেথা খুঁজে শেষে দেখে নদীতীরে।
শূন্যপানে দৃষ্টি ক'রে, দেখিছে চাঁদ চকোরে,
শিশির নিকটে গিয়া বসিলেন ধীরে॥

বালক কালের সেই ভাব পুরাতন।
যেমনি সরল মনে, খেলিত তাহার সনে,
তেমনি বসিয়া পাশে ধরিল নয়ন॥

চমকি কনকবালা কহিছে তখন।
ছাড় মোর দুটী আঁখি, কি হবে বাঁধিয়া রাখি,
চিনিবনা ভাব মনে ঢাকিলে নয়ন॥

কৌতুক করিয়া তবে কহিছে শিশির।
চিনিবেনা কেন মোরে, বাঁধা যেবা রূপ-ডোরে,
তারে চিনিবার ভার আছে কি দেবীর॥

বল দেখি বনদেবি, সুধাই তোমায়।
ফিরিয়াছে ভাগ্য কার, ভাবে নিমগন তার,
হেথা একা বসে আছ ত্যজিয়ে সবায়॥

বুঝিবা চাঁদেরে আজ করিয়া ছলনা।
খেলিবে চকোর সনে, বাসনা হয়েছে মনে,
সুন্দর অধিক কেবা জানিতে বাসনা॥

তা যদি বাসনা মনে আর কাজ নাই।
দেখি এ লাবণ্য ধার, কুমুদ ফোটেনি আর,
অর্দ্ধেক ফুটিয়া আছে, চল ঘরে যাই॥

শিশিরের কথা শুনে কনকের মনে।
কি যেন ভাবের বসে, কি যেন মধুর রসে,
নূতন কি সুখ ভেসে উঠিল নয়নে॥

বালিকা বিবস কায়া আপনা হারায়।
লাজের বাঁধন টুটে কথা যেন ফুটে ফুটে
আবার না সরে বাণী রসনা জড়ায়॥

নীরব দেখিয়া তবে কনকবালায়।
হাসিয়া শিশির কয়, একি নব ভাব হয়,
শরতের শশী ঘেরা জলদমালায়॥

সুধামুখি, কেন দেখি সচঞ্চল মন।
দুজনার ছেলেবেলা, সেই সব ধূলা খেলা,
হারায়ে ফেলিছ বালা কিসের কারণ॥

হাসিয়া কনকরাণী কহিছে তখন।
সে দিন কি ভুলা যায়, সদা প্রাণ তাই চায়,
তবু এ কিসের ভাব দেয় আবরণ॥

একাকী থাকিতে প্রাণে কেন সাধ হয়।
মনে হয় যাই ভেসে, যেন কোন দূর দেশে,
কিছু নাহি লাগে ভাল সব শূন্যময়॥

হাসিয়া শিশির কয় এ এক কারণ।
স্বপনের ঘোর খেলা, পাগলে পাগল মেলা,
চিরদিন এই মত কহে সর্ব্বজন॥

অসুস্থ আছেন পিতা চল যাই ঘরে।
নলিনী খুঁজিয়ে তাই, দেখা তব পায় নাই,
অবশেষে খুঁজিবারে পাঠাইল মোরে॥

পিতার অসুখ শুনি কনক তখন।
বলে চল ঘরে যাই, এতক্ষণ বল নাই,
অসুস্থ আমার পিতা কিসের কারণ॥

(৪)

শুষ্ক পত্র তৃণ'পরে করিয়া শয়ন,
শ্রীহরির ধ্যানযোগে আছেন মগন;
বাসনা মনেতে তাঁর, এড়াতে সংসার ভার
পুরাতন দেহবাস এবে ত্যজিবারে।
যাইবেন স্বর্গবাসে চিরদিন তরে॥

দুটী পাশে দুটী ব'ন মুখপানে চেয়ে,
অশ্রুবারি সারি সারি পড়ে বুক বেয়ে;
পদতলে ম্লানমুখে, ম্রিয়মান মন দুঃখে,
শিশির বসিয়া আছে বিরস বদন।
বিষাদেতে পূর্ণ যেন সকলের মন॥

অতি শিশু শিশিরেরে লয়ে তপোধন,
আপন সন্তান প্রায় করেছে পালন;
পিতৃ সম ভক্তি করে, শিশির তাপসবরে
যাঁহার স্নেহের ছায়া জুড়াত জীবন।
ফেলে বুঝি চলে যায় সেই তপোধন॥

বারেক চাহিয়া বলে তাপস সুধীর,
নিকটেতে এস বৎস প্রাণের শিশির ;
অধরে ঈষৎ হাসি, যেন করুণার রাশি,
ছড়ায়ে পড়িল সব কুটীর ভিতর।
বলে বৎস কেন সব হয়েছ কাতর ॥

চিরদিন এসংসারে কেহ নাহি রয়,
দুদিনের দেখা শুনা আর কিছু নয় ;
মায়া বদ্ধ জীব তাঁর, ভাবে আমার আমার,
কেহ কারো নয় শুধু একমাত্র হরি।
বহুরূপে বিরাজিছে বহুরূপ ধরি ॥

যতদিন অভিপ্রায় হইবে তাঁহার,
জীবাত্মা ভ্রমিবে সব সংসার মাঝার ;
কার্য্যশেষে জীবগণ ত্যজি সংসার বন্ধন
চলে যাবে কর্ম্মফল লভিবার তরে।
মায়া ফেরে জীবগণ আনাগণা করে ॥

সংসারে সার্থক তাঁর জীবনধারণ,
এড়াইতে পারে যেই মায়ার বন্ধন,
কামনা দলিয়ে পায়, শুধু কার্য্য ক'রে যায়,
কার্য্যফল হরিপদে সমর্পণ করে।
শুধুই সংসার করে সংসারের তরে ॥

অতএব রেখো বৎস বৃদ্ধের বচন,
শ্রীহরির পাদপদ্ম ভুলনা কখন :
আর এক দিই ভার, বৃদ্ধের গলার হার,
সরলা সুশীলা মম কনক কুমারী।
এতদিন ছিল মোর, এখন তোমারি ॥

সুখে রেখো, সুখে থেকো করি আশীর্ব্বাদ,
পূর্ণ হলো আজি এক জীবনের সাধ ;
আর এক কথা রেখো, নলিনীরে স্নেহে দেখো,
পিতৃমাতৃহীন বালা জানিতে না পারে।
ভ্রাতৃ ভাবে স্নেহ ক'রো সদা তুমি তারে ॥

বিবাহের কাল এলে সুপাত্র দেখিয়া,
যতনে তাহার হাতে দিও রে তুলিয়া ;
ব'ল তারে হাতে ধ'রে, আমারে স্মরণ ক'রে,
অনাথা বালিকা মম যেন সুখে রয়।
সংসারের কার্য্য শেষ আর কিছু নয়॥

ফুকারি কাঁদিয়া উঠে কনক নলিনী ;
বলে পিতা কোথা যাও মোরা যে দুঃখিনী ;
তোমার স্নেহের কোলে, খেলিতাম কুতূহলে
তোমা ভিন্ন এসংসারে কেহ নাহি আর।
দুঃখিনী তনয়া ব'লে চাহ একবার॥

কেবা শুনে, কেবা আছে সংসার ভবনে,
জীবাত্মা চলিয়া গেছে ঈশ্বর সদনে ;
ধ্যানে মগ্ন কলেবর, রহিল ধরণী'পর.
চৈতন্য মিশিল গিয়ে চৈতন্যের পায়।
কনক নলিনী কাঁদি ধরনী লুটায়॥

(৫)

যে ভাবেই হ'ক সব দিন চলে যায়।
সুখ দুঃখ ফেরা ফেরি, যেবা যাহা পায়॥
তথাপি অবোধ নরে, খেলা করে আশা'পরে
উঠে, ডুবে, তবু তার সাধ না ফুরায়।
অজ্ঞান মানব বদ্ধ ঈশ্বর-মায়ায়॥

তৃণ হতে ক্ষুদ্রতর জ্ঞান মানবের।
দয়াময় তাতে দেন মায়ামোহ ফের॥
কোথা পাবে জ্ঞান আলো, বুঝিবারে সাদা কাল,
ঈশ্বর-করুণা বিনা সাধ্য আছে কার।
মোহজাল ছিঁড়ে চিনে, কার্য্য আপনার॥

পাঁচ বর্ষ গেছে চলে নলিনী এখন।
বালিকা নহেক আর ফুটেছে যৌবন॥
কনকের কোলে দোলে, সুকুমার রাঙ্গাছেলে
শিশির নায়েবি করে জমিদার ঘরে।
কনক গৃহিণী এবে গৃহকাজ করে॥

তপোবনে নাহি আর পাতার কুটীর।
বড় ক'রে ঘর দার করেছে শিশির॥
সুরূপ সুকান্তিময়, গুণ ততোঽধিক হয়,
সন্তান সমান তারে দেখে যে রাজন।
অধীনতা নাম মাত্র, স্নেহপূর্ণ মন॥

সংসারের তরে করে ধন উপার্জ্জন।
কার্য্যে কিন্তু শিশিরের নাহি কিছু মন॥
দিবা নিশি সাধ মনে, থাকে শাস্ত্র আলাপনে,
পরাধীন সংসারের লইয়াছে ভার।
তাই মনভাব সদা নাহি পূরে তার॥

নলিনী হরিণী সম ঘুরে বনে বনে।
সংসার বন্ধন কিছু নাহি তার মনে॥
এক ভাবে সদা থাকে, কি ছবি হৃদয়ে আঁকে,
আকাশ পাতাল বন খুঁজিয়া বেড়ায়।
কি জানি হৃদয় তার কিবা গান গায়॥

কভু সমীরণ সনে ভেসে ভেসে যায়।
কভু চাঁদে খেলা করে চাঁদেতে মিশায়॥
দাঁড়ায়ে সরসীকোলে, কভু তরঙ্গেতে দোলে,
ফুলপানে চেয়ে থাকে হৃদয় বিভোর।
বাসনা বুঝিবা ডুবে সৌন্দর্য্য ভিতর॥

কত দূর বনে গিয়ে বৃক্ষের ছায়ায়।
আপনি বিভোর হয়ে হরিগুণ গায়॥
অমল কমল আঁকি, পবিত্র প্রেমেতে মাখি,
পরমেশ পায় যেন লুটাইতে চায়।
অশ্রুবারি মুক্তাসারি হৃদি ভেসে যায়॥

কখন ধরিয়া হাতে কহিছে শিশিরে।
দিদিরে লইয়া এসো সরসীর তীরে॥
নানাজাতি ফুল তুলে, বনে বনে বুলে বুলে,
সরসীর তীরে দেখ রাখিয়াছি কত।
গড়েছি গহনা তাতে কত মনোমত॥

সেই সব ফুল ল'য়ে, কনক শিশিরে।
সাজাইয়া দেয় দোঁহে যত্নে ধীরে ধীরে॥
পরেতে খোকারে লয়ে, কত আনন্দিত হয়ে,
মনোমত ফুলসাজে সাজাইয়ে দিয়ে।
দুজনার মাঝে শেষে দেয় বসাইয়ে॥

সেরূপ দেখিয়া সুখে তপোবন হাসে।
ফুলের পুতুল যেন ফুলরাণী পাশে॥
দেখিয়া সৌন্দর্য্যরাশি, সুখের সাগরে ভাসি,
প্রাণ মন সে রূপেতে ভাসাইয়ে দিয়ে।
আশ মিটাইয়ে দেখে কিছু দূর গিয়ে॥

কি এক ভাবের মাঝে হইয়া বিভোর।
অনিমিষে চেয়ে থাকে নয়ন নিথর॥
দেখিতে দেখিতে জল, আঁখি করে টল টল,
টুস করে ভেসে প'ড়ে চরণে লুটায়।
উপহার দিবে ব'লে মাটীতে গড়ায়॥

চমকি কনক বলে পাগলী আমার।
আঁখিকোণে জল কেন দেখি বার বার॥
হাসিয়া ছুটিয়া যায়, আর কেবা ধরে তায়,
একেবারে দূর বনে হরিণীর সনে।
ছুটাছুটী বন মাঝে, খেলে আনমনে॥

কি ভাবেতে ঘুরে ফিরে আপনি না জানে।
হাসে কাঁদে গান গায় আপনার মনে॥
কখন উদাস প্রাণে, চেয়ে থাকে শূন্য পানে
নলিন-নয়নবেয়ে পড়ে অশ্রুজল।
সরসীতে ভাসে যেন কোটি শতদল॥

কাজ কর্ম্ম হলে পরে জমিদার বাড়ী।
নলিনীরে নিতে লোক আসে তাড়াতাড়ি॥
কোথাও না যেতে চায়, দূরে পলাইয়া যায়,
বলে, মোর যেতে কোথা নাহি চায় প্রাণ।
এই তপোবন মম সুখময় স্থান॥

(৬)

এই রূপে ছয় বর্ষ গত হয়ে যায়।
এক দিন দূর্ব্বাদলে, বসে সর কুতূহলে,
প্রফুল্ল অন্তরে হেরে চাঁদ সুষমায়॥

অরুণ এখানে আর থাকে না এখন।
পাঠ অধ্যয়ন তরে, থাকে জমিদার ঘরে,
সন্তান সমান স্নেহ করেন রাজন॥

জমিদার নাম হয় খেতাব রাজন
সংসার সম্বল সার, এক মাত্র কন্যা তাঁর,
নীলিমা নলিনমুখী হৃদয় রতন॥

প্রবল বাসনা তাঁর এই মনে মন।
দেখিয়া সুপাত্র জন সঁপিয়া নীলিমা ধন
ঘরে রাখিবেন তাঁরে করিয়ে আপন॥

শিশিরকুমারে দেখে করিল বাসনা।
অরুণে কুমারী দিব, কন্যা দিয়ে পুত্র নিব,
পূরিবে আমার তবে সকল কামনা॥

একদিন মনোভাব কহিল বিরলে।
অরুণে আমায় দাও, নীলিমায় তুমি নাও,
বিবাহের কথা শিশির বুঝিল ছলে॥

শিশির কহিছে দেব, সৌভাগ্য আমার।
অরুণ সুখেতে রবে, নীলা মম মাতা হবে,
এহ'তে সুখের আশা কিবা আছে আর॥

সে অবধি সেইখানে থাকয়ে অরুণ।
নীলিমা অরুণ সনে, খেলে সদা সুখ মনে,
এক স্থানে বসি করে পাঠ অধ্যয়ন।

উপযুক্ত হলে হবে বিবাহ দোঁহার।
সকলেতে এই জানে, ছোট প্রভু বলে মানে,
শিশিরের নাহি আর অরুণের ভার।

কার্য্যে অবসর লয়ে ব'সে রন ঘরে।
বুঝিতে শাস্ত্রের মর্ম্ম যাতে ত্যাগ হয় কর্ম্ম,
রাত্রি দিন অধ্যয়ন করে তার তরে।

এক দিন চন্দ্রালোকে বসি তিন জনে।
নানা শাস্ত্রকথা কয়, প্রাণ সব প্রেমময়,
হরিগুণ-গান শুনে আনন্দিত মনে।

চাঁদের রজত ধারা মাটীতে লুটায়।
মধুর বাতাস বয়, প্রাণ সব প্রেমময়,
শ্যামা পাখী ডালে বসি সুখে গান গায়।

সমীরণ মাতুয়ারা সৌরভ পরশে।
দলে দলে ভ্রমে অলি, দেখিয়া ফুলের কলি,
ফুটিয়া উঠিল সব যৌবন হরষে॥

কুমুদী চকিত নেত্রে শশী পানে চায়।
মাতুয়ারা হয়ে চাঁদ, ছড়ায় প্রেমের ফাঁদ,
পাখীগণ মুখে মুখে প্রেম-গান গায়॥

হিল্লোলে হিল্লোলে দোলে বিমল সলিল।
সরসী সোহাগে চলে, চাঁদেরে পাইয়ে কোলে,
তা দেখিয়ে প্রতিবাদী হইল অনিল॥

দোলাইয়ে তরুশির দেয় আবরণ।
সরসী নাচিয়ে কয়, এ তব উচিত নয়,
মৃদু মৃদু বহ, কেন কর জ্বালাতন॥

হেরিয়া স্বভাব শোভা নলিনী তখন।
আপনা ভুলিয়ে গিয়ে, বুকে দুই হাত দিয়ে,
কাতর পরাণে কিবা করে অন্বেষণ॥

চমকি কনক বলে নলিনী আমার।
মাঝে মাঝে একি তোর, স্বপ্ন কিবা ঘুমঘোর,
কি ভাবে থাকিস তাহা বুঝে উঠা ভার॥

হাসিয়া শিশির কয় জাননা এখন।
নলিনী মনেতে ভাবে, কবে চাঁদ হৃদে পাবে,
থেকে থেকে তাই বালা উদাস এমন॥

নীলিমার ভাই হয় ললিত কুমার,
রূপে গুণে সম হয়, অতিশয় সদাশয়,
তাহার করেতে দিব নলিনী তোমার।

অরুণ নলিনী তবে একত্রেতে রবে।
সুপাত্রে নলিনে দিয়ে, মোরা র'ব তীর্থে গিয়ে,
পিতৃ আজ্ঞা পূর্ণ ক'রে প্রাণ তৃপ্ত হবে।

শিশিরের কথা শুনে ফিরায়ে নয়ন।
কি উদাস ভাবে চায়, কিছু নাহি বুঝা যায়,
শবসম রক্ত হীন সরস বদন।

হাসি নাই, অশ্রু নাই, নাহিক চেতন।
এরূপ ভাবেতে আঁখি, শিশিরের মুখে রাখি,
মোহভাবে যেন মন হইল মগন।

ত্বরিতে শিশির তবে কহিছে তখন।
কেন কেন একি ধারা, কেন এত আত্মহারা,
কনক, আনহ বারি সিঞ্চন কারণ॥

ছুটিল কনকবালা জল আনিবারে।
যেন বাসি ফুলমালা, লতায়ে পড়িল বালা,
ভুবাহু প্রশারি ধরে শিশির তখন।

নিজ কোলে মাথা রাখি মুখপানে চায়।
আঁখিপাতা নাহি নড়ে, নিশ্বাস নাহিক পড়ে,
বিবর্ণ সুবর্ণ দেহ যেন শবপ্রায়।

পদ্মপত্রে করি জল আনিল কনক।
ধীরে ধীরে আঁখি প'রে, শিশির সিঞ্চন করে,
কিছু পরে সুস্থ হয়ে ভাঙ্গিল চমক।

আঁখি জল মুছি তবে কনক এখন।
বলে নলি বল বল, কেনরে এমন হল,
আচম্বিতে কেন ব'ন হইলি এমন।

কনকের গলা ধ'রে কহিছে নলিনী।
কি জানি কি হ'ল মোর, চল দিদি যাই ঘর,
নেতো দিদি কোলে আমি উঠিতে পারিনি।

(৭)

সে অবধি নলিনীর স্বাস্থ্য ভাল নয়,
ছুটাছুটী খেলা আর নাহিক তাহার।
সদাই আপন মনে ঘরে বসে রয়,
শিশিরের কাছে বড় নাহি যায় আর ॥

কনক শিশির দোঁহে বড় যত্ন করে,
সর্ব্বক্ষণ নিকটেতে রহে দুই জন।
বড়ই কাতর তারা নলিনীর তরে,
কেন যে এমন হলো না বুঝে কারণ ॥

চুপ করে শুয়ে থাকে শয্যার উপরে,
কখন বা শূন্যভাবে চারিদিকে চায়।
কিজানি কাহারে যেন অন্বেষণ করে,
কি দেখিয়া যেন পুন আঁখি মুদে যায় ॥

সারাদিন খেটেখুটে কনক যখন,
নিশিথে নিদ্রার ঘোরে অচেতন রন।
অজস্রধারায় তার ঝরে দুনয়ন,
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস বহে ঘন ঘন ॥

চমকি কনক বলে কেন নলি কেন,
নীরবে কি হেতু তুই করিস রোদন ?
দীর্ঘশ্বাস পড়ে তোর বুক ভেঙ্গে যেন,
কেন দিদি বল তুমি হইলে এমন ?

দিদিগো, পিতারে বড় পড়িতেছে মনে,
তাই আঁখিজল মম না মানে বারণ।
বড় সাধ হয় মনে মিলি তাঁর সনে ;
কতদিন দেখি নাই তাঁহার চরণ ॥

কেন নলি হেন ভাব হইল তোমার,
রাজরাণী হবে তুমি ভগিনী আমার।
রাজার ভায়ের পুত্র ললিত কুমার,
তোমারে বিবাহ করে বড় সাধ তার ॥

হাসিয়া নলিনী বলে দিদিগো আমার,
বিবাহ বন্ধন কেন সংসার ভিতরে,
বিবাহ কাহার নাম কার্য্য কিবা তার ?
বিবাহের তরে কেন টানাটানি করে ?

আদরে ধরিয়া গলা কনক তখন,
বলিছে জাননা বালা বিবাহ এখন।
পুরুষ প্রকৃতি সনে পবিত্র মিলন"
'সমাজে তাহারে বলে বিবাহ বন্ধন॥

নরনারী মাঝে সবে বিবাহিত হয়,
হইলে সুন্দর বর বুঝিবে তখন।
বিধির বিধান এই চির দিন রয়,
নারীর বিবাহ হয় আত্ম সমর্পণ॥

দিদিগো, একটী কথা রাখিবে কি মোর,
সংসারের কার্য্য শেষ হয়েছে আমার।
না বলিও ঐ কথা পায়ে ধরি তোর,
'সমাজবন্ধন কিবা প্রয়োজন আর॥

মাট্ মাট্ দিদিমণি নাহি বল আর,
অযতন কখন কি করিয়াছি নলি।
প্রাণের অধিক স্নেহ তোমাতে আমার,
কাঁদাতেছ কেন গো'রে ঐ কথা তুলি॥

বিবাহেতে সাধ যদি না হয় তোমার
থাক তুমি চিরদিন বনদেবী হয়ে।
বড় আদরের তুমি ভগিনী আমার
বনে বনে খেলা কর বনপাখী লয়ে॥

বনের কুসুম মত সদা ফুটে রবি,
বেড়াবি হরিণী সনে আনন্দিত মনে।
এলে নিশি মম কোলে নিদ্রাগত হবি
সুখী হবো সদানন্দে হেরি তোমা ধনে॥

বলিব তোমার কথা সকল তাহারে,
নলিনীর বিবাহের ইচ্ছামাত্র নাই।
বুঝাইয়া বলে যেন ললিত কুমারে,
যে বাসনা তোর মনে হইবেক তাই॥

(৮)

নলিনী কিঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছে এখন।
ধীরে ধীরে কভু করে কুসুম চয়ন॥
গিয়ে কভু নদীতীরে প্রতিবিম্ব হেরে নীরে,
হেরিয়া মলিন দেহ অধর কণায়।
ঈষৎ হাসির রেখা এসে ভেসে যায়॥

অসুখ এখন যদি কিছু নাহি আর।
কিন্তু সেই ভাব পুন হৃদয়ে তাহার॥
শ্মশানের ছায়া প্রায় নিভৃত হৃদয় গায়,
শীতল হাতেতে কেবা দিয়েছে লেপন।
উন্মত্ত বাসনা সব ঘুমে অচেতন॥

বনবিহঙ্গিনী সম ছিল যে হৃদয়।
হরিণী সমান যাহা সরলতাময়॥
সমীরণে দুলে দুলে বেড়াত যে ফুলে ফুলে,
প্রাণের কোমল তার ছিঁড়িয়াছে তার।
বাজালে বাজিতে ভাল চাহে নাকো আর॥

দেখিলে লোকের হাসি হাসে একবার।
হাসি কান্না কিছু আর নাহি যেন তার॥
কোন দেশে যাবে ব'লে প্রাণ যেন ধীরে চলে,
সেদেশের বায়ু যেন নীহারেতে ঢাকা।
ফোটা নহে ফল ফুল সব যেন আঁকা॥

এক দিন নদীতীরে সন্ধ্যা সমীরণে।
নলিনী বসিয়া ভাবে আপনার মনে॥
স্বপ্ন কিবা জাগরণ চেতন বা অচেতন,
মর্ম্মর প্রস্তরে যেন অঙ্কিত প্রতিমা।
সেইরূপ আছে ব'সে বিকাশি মহিমা॥

রক্ত শূন্য শিরা সব হৃদয় ভিতরে।
শীতল শবের প্রায় আছে যেন ম'রে॥
প্রাণের ভিতর প্রাণ, গায় যেন শোক-গান,
হৃদয় শুকায়ে গেছে তৃপ্তি বাসনার।
প্রাণ শূন্য দেহ যেন হইয়াছে তার॥

ধরা পানে চাহি নলি রয়েছে বসিয়া।
নমিত নয়নে বালা নীরব হইয়া॥
রক্ত রবি খেলা করে চারু চিকুরের পরে,
বৃন্ত পরে শুষ্ক যেন কলি যুথিকার।
লতায়ে পড়েছে আশা নহে ফুটিবার॥

কনক গিয়াছে চলে অরুণের কাছে।
অসুস্থ নলিনী, ব'লে শিশির রয়েছে॥
গৃহেতে নলিনী নাই, দেখিয়া শিশির তাই,
ভাবে মনে কোথা গেল অসুস্থ শরীরে।
দূরে দেখে আছে বসে সরসীর তীরে॥

'বলে নলি হেথা কেন বিরস বদনে।
আরো যে অসুখ হবে শীতল পবনে॥'
মলিন হাসির রেখা, অধরেতে দেয় দেখা
বলিছে নলিনী কিছু হবেনা আমার।
অসুখের কম বেশী নাহি কিছু আর॥

'কখন আসিবে দিদি জান কি শিশির।
যতক্ষণ নাহি আসে থাকি নদীতীর॥
নদীর মধুর তান বনবিহঙ্গিনী-গান,
ফুলের মধুর হাসি বনের হরিণী।
বড় আদরের মোর আছিল সঙ্গিনী॥

নাহি সেই দিন মম গিয়েছে সকল।
জীবন নাহিক দেহ রয়েছে কেবল॥
ভাবি মনে মনে তাই, আমার তো কিছু নাই,
সে সকল সুখ স্বপ্ন গিয়াছে চলিয়া।
স্মৃতির বিষম জ্বালা মরমে রাখিয়া॥'

সবিষাদে নলিনীর কাছেতে বসিয়া।
শিশির কহিছে তারে কাতর হইয়া॥
'নলিনি, শুধাই তোরে, সত্য করি বল্ মোরে
ফুলেতে গড়ান ছিল হৃদয় তোমার।
কে তাহাতে ঢেলে দিল বিষাদের ভার॥

আমায় নলিনি তুমি লুকায়োনা কথা।
আমার শপথ লাগে বল মন ব্যথা॥
কিছুই না অনুমানি, কেন এই মুখখানি
'মলিন হয়েছে বালা কিসের কারণে।
কি আঘাৎ পাইয়াছ সরল পরাণে॥

কি ভাবে হাসিল বালা বুঝে উঠা ভার।
কতই কাতর যেন পরাণ তাহার॥
বলিছে 'শিশির শুন, না জিজ্ঞাস তুমি পুন,
বলিলে হৃদয় ব্যথা বুঝিবে না কেহ।
লুকায়ে প্রাণের ব্যথা লয়ে যেতে দেহ॥'

কাতরে ধরিয়া হাতে শিশির তখন।
বলিছে 'নলিনি রাখ একটী বচন॥
বল বল মন দুঃখ, কেন ও মলিন মুখ,
ভাল কি কাহারে তুমি বেসেছ নলিনি।
সত্য যদি হয় তবে কি হেতু বলনি?

বল শুনি কোথা তব হৃদয় রতন।
মিলাব তাহার সনে করিয়া যতন॥'
উথলয় আঁখিজল, হিয়া করে টলমল,
হাসিয়া নলিনীবালা কহিছে তখন।
'শিশির কাহারে তুমি বলহ মিলন॥

পঞ্চম বয়স কালে খেলিতে খেলিতে।
পাইনু সুরূপ এক দেবতা দেখিতে॥
কোমল হৃদয় মম শিরীষ কুসুম সম,
ছেলেখেলা সনে তাঁর দিনু উপহার।
সে অবধি মন আর নাহি তো আমার॥

প্রাণ মন লয়ে যত যাতনা সংসারে।
বালিকা বয়সে দিয়েছি বিদায় তারে॥
প্রাণ মন নাহি যার ভাবনা কিসের তার,
খেলিতাম সদা আমি ভাসি সমীরণে।
ভ্রমিতাম বনে বনে হরিণীর সনে॥

মিলন কাহারে বলে জানিনা কখন।
আমার প্রেমের নাম আত্মবিসর্জ্জন॥
সদা করিবারে দান, চাহে মর্ম্ম মনপ্রাণ,
প্রতিদান পাব ব'লে আশার বাসনা।
কখন হৃদয় মাঝে করিনি কামনা॥

দেব দেবী পূজা নর করে বার বার।
পূজিবে দেবতা ফিরে বাসনা কি তার॥
পবিত্র কুসুম লয়ে, শুদ্ধ চিত্ত সদা হয়ে,
বাসনা বর্জ্জন কর্য়ে যেবা পূজা করে।
কিছুই কামনা তার থাকেনা অন্তরে॥

ভালবাসা আশা তৃষা শান্তি সুধা পান।
অনুরাগ কি বিরাগ মান অভিমান॥
যখনি যে ফুল ফুটে, উঠিয়াছে হৃদি তটে,
দিয়াছি তাহারে আমি সব উপহার।
আমার বলিতে কিছু রাখিনিকো আর॥

সংসারের লীলা খেলা আকাঙ্ক্ষা অর্চ্চন।
কিছুই বাসনা হৃদে নাহিক এখন॥
যাইব পিতার কাছে, এই মাত্র সাধ আছে,
দিদিরে রাখিও তুমি করিয়ে যতন।
আমা তরে দিদি যেন না করে রোদন॥

শুনিয়া নলির কথা শিশির আশ্চর্য্য।
ভাবে মনে বিধাতার এই কিবা কার্য্য।
এই জ্ঞান ছিল মনে, নলিনী ফুলের সনে,
নাচিয়া খেলিয়া সদা দিবস কাটায়।
তা নয় নলিনী-হৃদি প্রেমে ভেসে যায়॥

সে প্রেম মধুর রাশি হৃদয় মাখান।
স্বর্গীয় সৌরভ মাঝে জীবন ভাসান॥
আকাঙ্ক্ষার জ্বালা নাই, পরিতৃপ্ত প্রাণ তাই,
নলিনী নলিনী সম প্রণয় সাগরে।
ভালবেসে ছিল সুধু ডুবিবার তরে॥

সংসারে বিষম দুঃখ সুখ মাত্র নাই।
প্রাণ যাহা চায় তাহা খুঁজিয়া না পাই॥
একমাত্র সার হয়, অনাদি অনন্তময়,
তাঁহারে হৃদয় মন সঁপিতে যে পারে।
সংসারের বিষজ্বালা তার কাছে হারে॥

জীবন জলধি মাঝে আপনা ভুলিয়ে।
বাসনা বর্জ্জন করি যে যায় চলিয়ে॥
কামনা বর্জ্জিত যেই সর্ব্ব সুখে সুখী সেই,
তাহার হৃদয় সদা আনন্দ আলয়।
আপনা ত্যজিয়ে সেই ডুবে বিশ্বময়॥

সে প্রেম পরমানন্দ নন্দন কানন।
তাহাতে বিরাজে সদা প্রভু নারায়ণ॥
এ প্রেম হৃদয়ে যার সুখ দুঃখ কিবা তার,
বিশ্ব প্রেমে ডুবে যায় তাহার হৃদয়।
পূর্ণ কাম পূর্ণ প্রাণ নিত্যানন্দময়॥

এই ভালবাসা যেই হৃদয়েতে ধরে;
স্বার্থের বাসনা তার থাকেনা অন্তরে॥
নলিনী মানবী নয়, পূর্ণ প্রেম প্রাণে বয়,
সত্যই না রবে বুঝি সংসারেতে আর।
ক্ষুদ্র সংসারেতে প্রাণ নাহি পুরে তার॥

আমিও হরির পদ পূজিতে যতনে;
না রব এখানে আর যাইব কাননে॥
অনন্ত বিশ্বের কোলে, যে প্রেম হৃদয়ে দোলে,
যে প্রেম সুধার ধারা আপনা হারায়।
সেই প্রেমে প্রাণ মোর মাতিবারে চায়॥

শুনিতে শুনিতে কথা নলিনী তখন।
অবশ হইয়ে বালা হলো অচেতন॥
শেষ দুই দিন পরে, ত্যজি স্বর্ণ কলেবরে,
স্বর্গেতে পিতার কাছে গমন করিল।
সংসার-সাগরে পদ্ম বিষাদে ডুবিল॥

কাঁদিয়া কনকবালা পড়িল ধরায়।
শোকেতে আকুল সবে কেবা দেখে কায়॥
কিছু পরে ধৈর্য্য ধরে, শিশির উদাস স্বরে,
সকলে ডাকিয়া বলে শুনহ বচন।
বৃথা কি কারণ সবে করিছ রোদন॥

পলাইয়া গেছে আর নাহি প্রাণপাখী।
আর না খুলিবে নলিনী নলিন আঁখি॥
সংসারের লীলা খেলা, শেষ করে গেছে বালা,
বাঁদিলে তাহারে আর পাবে কি এখন।
ত্যজি শোক রাখ সবে আমার বচন॥

মায়াময় এসংসার ভোজবাজি প্রায়।
পঞ্চভূত এক হয়ে আসে আর যায়॥
আত্মার বিনাশ নাই, পূর্ণ থাকে সর্ব্ব ঠাঁই,
মানব ত্যজয়ে যেন পুরাণ বসন।
সেরূপ ত্যজিয়া দেহ আত্মার গমন॥

চৈতন্যস্বরূপ সেই বেদ বিধিময়।
পরমাত্মা পরমেশ জীবের আশ্রয়॥
দেহ মাঝে আত্মা রূপে, জন্ম লন ব্রহ্মকুপে,
ইচ্ছা হলে যান চলে ত্যজি দেহবাস।
অবোধ মানব কাঁদে পরি মায়া-ফাঁস॥

মৃতদেহ পানে চাহি শিশির তখন।
সবারে ডাকিয়া বলে শুন দিয়া মন॥
সংসারের এই গতি বিনা সে কমলাপতি,
মানবের গতি মুক্তি নাহিক কখন।
ত্যজ শোক ভজ সেই লক্ষ্মী নারায়ণ॥

বলিছে শিশির ডাকি কনকে তখন।
বালক বালিকা মোরা আছিনু যখন॥
সেই হতে প্রেম-ডোরে, সংসারের কার্য্য তরে,
এত দিন ভেসে গেল জীবন-লহরী।
না ভজিনু রাধাকৃষ্ণে পারাবার তরি॥

পুত্রের জননী তুমি হয়েছ এখন।
সুশীল সুবুদ্ধি হয় তোমার নন্দন॥
পুত্র পুত্রবধূ লয়ে রাজার জননী হয়ে,
সংসারে থাকিয়া কর দেবতা অর্চ্চনা।
আশীর্ব্বাদ করি হরি পূরাণ কামনা॥

দেহের বিনাশ আর প্রবৃত্তি পূরণ।
আমি তুমি ভেদাভেদ মায়ার বন্ধন॥
এ সকল ত্যাগ ক'রে, ভজ সে পুরুষবরে,
এক বিভু বিশ্বময় ব্যাপিত ভুবন।
আত্মারূপে জীবদেহে করেন ভ্রমণ॥

দেহের মিলন ছাড়ি ভজ সেই হরি।
আত্মাতে মিসাও আত্মা মোহ দূর করি॥
অভেদ না রবে আর, তুমি আমি একাকার,
পাইবে অশেষ সুখ তৃপ্ত হবে মন।
জীবাত্মার পূর্ণ গতি রাজীব-চরণ॥

তীর্থ স্থানে যাব আমি তপস্যার তরে।
মায়াজালে প'ড়ে আর রবোনা সংসারে॥
বয়ে গেল বহু দিন, দেহ-তরী বল হীন,
বিদায় জনম তরে হলেম এখন।
কার্য্য পূর্ণ হ'লে পুনঃ হইবে মিলন॥

সমাপ্ত।